**তারুণ্য**

**কামরুল হাছান**

অভিবাদন হে তারুণ্য, অভিবাদন

করব পাঠ আমরা দু’জন

তোমার মনোমুগ্ধকর-সর্বজনীন এ কবিতা

অভিবাদন হে তারুণ্য, অভিবাদন।

বাংলার মাঠে-ঘাটে-পথে-প্রান্তরে

এসেছে জোয়ার দুর্বার গতিতে

তারুণ্যের খেলা করে

আমরা যাব সেথায়, তোমরা কি যাবে?

চল যাই যাই, চল যাই- আমরা সবাই

তারুণ্যের মাতানো নব জোয়ারে;

চল যাই যাই, চল যাই- আমরা সবাই

তারুণ্যের মাতানো নব জোয়ারের;

লুকানো তারুণ্যের তরুণ ঢেউয়ের তালে তালে…

চল যাই যাই, তারুণ্যের খেলায় খেলতে যাই।

চলে যাচ্ছি, যাচ্ছি, যাচ্ছি

আমরা এখন-ই চলে যাচ্ছি…

পড়েছিও এসে তারুণ্যের নব দুয়ারে।

সিঁথি, দেখ দেখ তারুণ্যের খেলা দেখ!

আমি দেখেছি যা, তুমি কি দেখছ তা! ওগো সিঁথি

নাকি দেখেছ আরও, দেখেছ তারুণ্যের বহু তারুণ্যময়ী খেলা!

রিঁকু, তুমি দেখিয়েছ যা বটে, দেখেছি তো তা বটে-ই

আরও দেখেছি এক পলকের গহনের গহীনে

দেখেছি আরও বহু তারুণ্যের নব খেলা, তারুণ্যের নব জোয়ারে…

বলছে তারা-

এসো এসো এসো

তারুণ্যের নব জোয়ারে এসো

এসো এসো এসো

বিশ্ব জয় করতে এসো

এসো এসো এসো

অজানাকে জানতে এসো

নেমে পড় তারুণ্যের নব জোয়ারে, নব জোয়ারে…।.

সিঁথি, দেরি কেন! এখন-ই চল চল চল

এখন-ই নেমে পড়ি চল

তারুণ্যের নব জোয়ারে…।

ওহে শুনো, শুনো শুনো

তুমি-তোমরা শুনো

আমরা পড়েছি নেমে তারুণ্যের নব জোয়ারে

তোমরা এসে পড়, পড় এসে- নব জোয়ারের নব পুলকে

বিশ্ব-ভ্রমনের জয়ের লগ্নে

নাহি বসে থেকে, উঠে পড় এসে

তারুণ্যের নব জোয়ারে, জয়ের নেশাতে…।

মনে-রেখো, রেখো মনে

জগদীশ্বরের অশেষ কৃপায়

করব আমরা জয়, আমরা-ই করব জয়

বিশ্বময়ী তারুণ্যের নব জোয়ারের নব খেলাতে…।

অভিবাদন হে তারুণ্য, অভিবাদন

তোমার মনোমুদ্ধকর- সর্বজনীন এ কবিতায়

অভিবাদন হে তারুণ্য, অভিবাদন।

নবাবপুর রোড, ঢাকা।

৩১.১০.১৬